# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
# অডিট রিপোর্ট

## প্রথম খণ্ড

নৌ পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
(২টি মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০০৬-২০০৭

---

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

## -ঃ সূচীপত্রঃ-


| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন | ক |
| ২ | মহাপরিচালক এর বক্তব্য | খ |
| ৩ | প্রথম অধ্যায় | ১ |
| | অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ | ৩ |
| | অডিট বিষয়ক তথ্য | ৪ |
| | ম্যানেজমেন্ট ইস্যু | ৫ |
| | অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ | ৫ |
| | অডিটের সুপারিশ | ৫ |
| ৪ | দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ) | ৬ |
| | নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ৯-১৪ |
| | যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ১৫-২৪ |
| ৫ | মহাপরিচালকের স্বাক্ষর | ২৪ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফ্যাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ১৯-০১-১৪১৭ বঃ / ০২-০৫-২০১০ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ।

# মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন ২টি মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২৯/০৩/২০১০ খ্রিঃ ঢাকা।

স্বাক্ষারিত
এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

# প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

# অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ নম্বর | আপত্তির শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|---|---|---|
| | **নৌ পবিরহন মন্ত্রণালয়** | |
| ১ | পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন পরিবহনের বড় বাসকে ছোট বাস দেখিয়ে পারাপারে নির্ধারিত ভাড়া অপেক্ষা কম ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। | ৫,৩৯,৫০,০০০/- |
| ২ | কোষ্টার সি-সাংগু দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চুক্তির শর্তানুযায়ী পার্টির নিকট হতে ক্ষতির টাকা/ভাড়া আদায় না করায় ক্ষতি। | ২,৪৫,০৩,৯০০/- |
| ৩ | কোস্টার সি- রামু এর দুর্ঘটনার বিষয় গোপন করে চুক্তির শর্ত মোতাবেক চার্টার পার্টি দ্বারা মেরামত/ক্ষতিপূরণ আদায় না করে জাহাজ বুঝে নেয়ায় সংস্থার ক্ষতি। | ২,২২,৯১,৬৫৩/- |
| ৪ | চার্টার চুক্তির শর্ত মোতাবেক বীমা না করিয়ে পার্টিকে আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং সরকারের ভ্যাট এবং স্ট্যাম্প বাবদ রাজস্ব ক্ষতি । | ৯৫,৪৭,১৮২/- |
| | **যোগাযোগ মন্ত্রণালয়** | |
| ৫ | নিটল বাসের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইজারাদার এর নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি। | ৫,০১,০৪০/- |
| ৬ | পেট্রোল পাম্প ইজারাদারগণের নিকট হতে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ১৫,৮৭,৮১২/- |
| ৭ | ইজারা শর্তানুযায়ী বাসের দৈনিক রাজস্ব আদায় না করায় বিআরটিসি'র ক্ষতি | ৪,২৫,২৫০/- |
| ৮ | টিসি বাসকে কভার্ড ভ্যানে রূপান্তর করে কম হারে ভাড়া দেয়ায় ক্ষতি । | ১৪,৭৯,৬০০/- |
| ৯ | চুক্তিপত্রের শর্ত ও পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষয় ক্ষতির টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। | ২,৫৩,২৫০/- |
| ১০ | যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত টায়ার রিট্রেড ফ্যাক্টরীতে গেটকোর নিকট হতে কম রয়্যালটি আদায় করায় সংস্থার ক্ষতি। | ৭,২৫,০০০/- |
| ১১ | ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরগণ কর্তৃক দৈনিক সংগৃহীত রাজস্ব জমা না করায় এবং ইজারাদার কর্তৃক বাস ভাড়া প্রদান না করায় সংস্থার ক্ষতি। | ৩৪,০১,৪১০/- |
| ১২ | বাসের ইজারা মূল্যের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি | ৭,৮৪,৫৩৭/- |
| | মোট | ১১,৯৪,৫০,৬৩৪/- |

# অডিট বিষয়ক তথ্য

**নিরীক্ষা বছর ঃ**

২০০৫-২০০৬

২০০৬-২০০৭

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ**

- বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- বিআরটিসি।

**নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ**

- কমপ্লায়েন্স অডিট

**নিরীক্ষার সময় ঃ**

**উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নলিখিত সময় অডিট করা হয়ঃ**

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | সময়কাল |
|---|---|---|
| ১ | বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; | ২৯-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ |
| ২ | বিআরটিসি বাস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা | ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ |
| ৩ | বিআরটিসি, জোয়ার সাহারা বাস ডিপো, ঢাকা | ১৬-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ |
| ৪ | বিআরটিসি, কল্যাণপুর বাস ডিপো, ঢাকা | ১৬-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ |
| ৫ | বিআরটিসি, সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, জয়দেবপুর, গাজীপুর | ৭-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ |
| ৬ | বিআরটিসি, বাস ডিপো, বরিশাল | ২৫-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ |
| ৭ | বিআরটিসি, বাস ডিপো, রংপুর | ১২-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ |

## নিরীক্ষা পদ্ধতিঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

## ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

## অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি অনুসরণ না করা।
- চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

## অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

# নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ - ১।

**শিরোনাম ঃ** **পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন পরিবহনের বড় বাসকে ছোট বাস দেখিয়ে পারাপারে নির্ধারিত ভাড়া অপেক্ষা কম ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৫,৩৯,৫০,০০০ টাকা।**

বিবরণ ঃ

বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরী, ষ্টীমারসহ বিভিন্ন নৌযান ভাড়ার বিধানাবলীর স্মারক নং সি/১৩৬/রেইটস্ তারিখ-০৯-২-০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ২৯´-৫"× ৭´-৫" সাইজ পর্যন্ত বাসকে স্বাভাবিক অর্থাৎ সাধারণ বাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ২৯´-৫"× ৭´-৫" এর উর্ধ্ব হতে ৩৪´-৫"× ৮´-৫" পর্যন্ত অফসাইজ হিসেবে গণ্য করে বড় বাসের ১১৫৫/- টাকা এবং ছোট বাসের ৯০৫/- টাকা হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-৪-০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে যথাক্রমে ১২০০/- টাকা এবং ৯৫০/- টাকা ফেরী পারাপারের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করা হয়।
- পরিবহন সেক্টরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত কোম্পানীগুলির বাস যেমন- সোহাগ পরিবহণ প্রাঃ লিঃ, ঈগল পরিবহন, দ্রুতি, হানিফ, আনন্দ, সোনালী, সুরভী, বিকাশ, গোবার, সোনারতরী, মাগুরা ডিলাক্স, বিআরটিসিসহ অন্যান্য পরিবহন কোম্পানীর বড় বাসগুলিকে ছোট বাস (সাধারণ) হিসেবে গণ্য করে কম ভাড়া আদায় করা হয়েছে।
- বিআইডব্লিউটিসি'র ১৯-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের দপ্তরাদেশ নং-বাবি/২১/২০০৭ এ সৈয়দ আনোয়ার আলী উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য)কে প্রধান করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।
- ২০০৩ সাল হতে ভাড়া নির্ধারণ করে দেয়া সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত কোম্পানীগুলির বড় বাসগুলোকে ছোট বাস (সাধারণ) হিসেবে দেখিয়ে নির্ধারিত ভাড়া হতে কম হারে ভাড়া আদায় করে কেবলমাত্র ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানের ৫,৩৯,৫০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সংস্থার জবাবে জানানো হয় বিভিন্ন সময়ে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে চলাচলরত গাড়িগুলো অফসাইজ হিসেবে বুক করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থার কারণে মালিক সমিতির বাস ফেরীতে পারাপার না করা এবং ধর্মঘটের হুমকির মুখে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি বিআইডব্লিউটিসি'র অনুকূলে আসে এবং যৌথ বাহিনীর সহায়তা ও ফেরী সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় বাসসমূহকে অফসাইজ বুক করতে সমর্থ হয়।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- জবাবে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৮-০১-০৭ খ্রি তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে কর্তৃপক্ষ জানান যে, বিভিন্ন সময়ে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে চলাচলরত গাড়িগুলো অফসাইজ হিসেবে বুক করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিতে উল্লি

অনুচ্ছেদ-২।

**শিরোনাম ঃ কোস্টার সি-সাংগু দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চুক্তির শর্তানুযায়ী মেসার্স হক ইয়ার্ন ট্রেডার্স এর নিকট হতে ক্ষতির টাকা এবং ভাড়া আদায় না করায় ক্ষতি ২,৪৫,০৩,৯০০ টাকা।**

বিবরণ ঃ

বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নৌযান (কোষ্টার) সি-সাংগু মাসিক ৩,৮০,০০০ টাকা ভাড়ায় হক ইয়ার্ন ট্রেডার্সের সঙ্গে ০৯-০২-০৫ খ্রিঃ তারিখে ২ (দুই) বছরের জন্য ভাড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পার্টি ১৮-০৭-০৫ খ্রিঃ তারিখে নৌযানটি বুঝে নেয়।

- ২৬-০৭-০৫ খ্রিঃ তারিখে সি-সাংগু চট্টগ্রাম হতে ক্লিংকার বোঝাই করে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে পথিমধ্যে চরে আটকা পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুক্তিপত্রের শর্ত নং-১২ মোতাবেক চার্টার থাকা অবস্থায় নৌযান যদি কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয় তাহলে এ দুর্ঘটনার জন্য উদ্ভুত সমুদয় ক্ষতিপূরণ চার্টার গ্রহণকারী প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

- পার্টি হক ইয়ার্ন ট্রেডার্স তাদের ০৯-০৮-০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্রে দুর্ঘটনায় জাহাজটির মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির কথা বিআইডব্লিউটিসিকে অবহিত করলেও জি,এম (বাণিজ্য) দুর্ঘটনার বিষয়টি গোপন করে ডকিং সার্ভের মেয়াদ শেষ উল্লেখ করে ২৬-১২-০৫ খ্রিঃ তারিখের ২৪৪ নং বিশেষ পর্ষদ সভায় বকেয়া পাওনা আদায় ও জাহাজটি নিরীক্ষাকালীন ২৪-০৭-০৭ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে না নিয়েই ০৯-১১-০৫ খ্রিঃ তারিখের সভায় জাহাজটির অফ চার্টার (ভাড়া মুক্ত) অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয়।

- দুর্ঘটনার পর ঘাটতি নিরুপনের জন্য গঠিত কমিটি জাহাজটি হস্তান্তরকালীন সময়ের ইনভেন্টরী মোতাবেক ১,৬২,৬৩,২১১.৬০ টাকার একটি মেরামত প্রাক্কলন প্রস্তুত করেন। এতে প্রমানিত হয় যে, দুর্ঘটনায় জাহাজটির ক্ষতির পরিমাণ ১,৬২,৬৩,২১১.৬০ টাকা।

- জাহাজটি ভাড়া নেয়ার পর পার্টি অদ্যাবধি কোনো ভাড়া পরিশোধ করেননি। পার্টির জামানতের ২ মাসের অগ্রিম ভাড়া সমন্বয়ের পর অক্টোবর/০৫ পর্যন্ত বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ ৬,৪০,৬৮৮.১৪ টাকা। অপরদিকে জাহাজটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাকে হস্তান্তর না করায় নভেঃ/০৫ হতে জুন/০৭ পর্যন্ত ২০ মাসের বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ (৩,৮০,০০০X২০ মাস) = ৭৬,০০,০০০ টাকা। ফলে ক্ষয়-ক্ষতি ও ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার ২,৪৫,০৩,৮৯৯.৭৪ বা (১,৬২,৬৩,২১১.৬০+ ৬,৪০,৬৮৮.১৪+৭৬,০০,০০০.০০) টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ভাড়াসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায় করা সম্ভবপর হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- মালামাল ক্ষয়ক্ষতি, মেরামত এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী বীমা না করায় দুর্ঘটনার কারণে ক্ষয়ক্ষতির কোন বীমা দাবী করা হয় যায়নি। ভাড়া নেয়ার পর পার্টি কর্তৃক ভাড়া আদায় করা হয়নি।

- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-১১০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৮-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে কর্তৃপক্ষ জানান যে, বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ভাড়াসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায় করার জন্য সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- আপত্তি অনুযায়ী দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৩।

**শিরোনাম ঃ কোস্টার সি- রামু এর দুর্ঘটনার বিষয় গোপন করে চুক্তির শর্ত মোতাবেক চার্টার পার্টি দ্বারা মেরামত/ক্ষতিপূরণ ভাড়া আদায় না করে জাহাজ বুঝে নেয়ায় সংস্থার ক্ষতি ২,২২,৯১,৬৫৩ টাকা।**

বিবরণ ঃ

বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে চার্টার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে কোস্টার সি-রামু মাসিক ৩,৮০,০০০ টাকা ভাড়ায় চার্টার প্রদানের জন্য হক ইয়ার্ণ ট্রেডার্স এন্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ এর সাথে ০৯-০২-০৫ খ্রিঃ তারিখে দুই (২) বছর মেয়াদের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তিপত্রের ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ ধারা মোতাবেক চার্টার গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনায় ক্ষতিসহ যাবতীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করবে। সংস্থার পত্র নং-২০৪ তারিখ ০৬-০৩-০৫ খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক ০৬-০৩-০৫ খ্রিঃ তারিখ পার্টির নিকট জাহাজটি হস্তান্তর করা হয়।
- ১২-১১-০৫ খ্রিঃ তারিখে জাহাজটি চট্টগ্রাম বহিঃ নোঙ্গরে এম,ডি, সারিম হতে চিনি বোঝাই করার সময় মারাত্মক দুর্ঘটনায় রোলিং, ছাউনি, লাইফ বোট, কেবিনস্ট্যান্ড, মাস্টার ব্রীজসহ অন্যান্য ক্ষতি হয়। চার্টার গ্রহীতা তার ১৭-১১-০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্রে বর্ণিত ক্ষতির বিপরীতে মেরামত কাজ পার্টি নিজ ব্যয়ে করবে বলে বিআইডব্লিউটিসিকে অবহিত করে। দুর্ঘটনার ৫৬ দিন পরে জিএম (বাণিজ্য) কর্তৃক দপ্তরাদেশ নং-৩/০৬ তারিখ ০৮-০১-০৬ খ্রিঃ মোতাবেক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু তদন্ত কমিটি কোন প্রতিবেদন দাখিল করেনি।
- চার্টার পার্টি তার ০১-০১-০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে জাহাজটি ফেরৎ দিতে আগ্রহী হলে কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার মেরামত ব্যয়/ক্ষতিপূরণ আদায় না করে চুক্তি বহির্ভূতভাবে ০৬-০৪-০৬ খ্রিঃ তারিখে কমিটির মাধ্যমে চুক্তি বহির্ভূতভাবে জাহাজটি গ্রহণ করে। জাহাজটি মেরামতের লক্ষ্যে ঘাটতি নিরুপনের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক ২,১৪,১১,৯২০ টাকার একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। অথচ জিএম (বাণিজ্য) প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ গোপণ করে (প্রাক্কলন অনুযায়ী) ২৪-০৪-০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জাহাজটি মালামাল ঘাটতি ও মেরামত ঘাটতি বাবদ ১১,৪৮,৩০০ টাকা বা ( ৪,৩৬,৪০০ + ৭,১১,৯০০) টাকা আদায়যোগ্য উল্লেখ করা হয়। চার্টার প্রদান সংক্রান্ত বিশেষ কমিটিসহ ০৩-০৫-০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিচালক মন্ডলী বিশেষ সভায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করার জন্য কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কমিটি গঠন করে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়নি।
- দুর্ঘটনায় প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ২,১৪,১১,৯২০ টাকা কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ১১,৪৮,৩০০ টাকা মালামাল ঘাটতি/ক্ষতি দেখানো হয়। দুর্ঘটনার জন্য বীমা করা হয়নি। পার্টির নিকট হতে ব্যাংক গ্যারান্টি নেয়া হয়নি। তদুপরি পার্টির নিকট হতে ভাড়া বাবদ ৪,৪৩,৩৩৩ টাকা বকেয়া রয়েছে। ফলে চার্টার অনুযায়ী দুর্ঘটনার ক্ষতির ব্যয়, মালামাল ঘাটতি ও বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় সংস্থার ২,২২,৯১,৬৫৩ বা (২,১৪,১১,৯২০+৪,৩৬,৪০০ +৪,৪৩,৩৩৩) টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- বিষয়টি পর্ষদে উত্থাপন করে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে চার্টার গ্রহীতার নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- আপত্তি অনুযায়ী ক্ষতির টাকা আদায়যোগ্য।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ৮-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিষয়টি পর্ষদে উত্থাপন করে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে চার্টার গ্রহীতার নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৪।

**শিরোনাম ঃ চার্টার চুক্তির শর্ত মোতাবেক বীমা না করিয়ে পার্টিকে ৭৯,২৪,৮২৪ টাকার আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং সরকারের ভ্যাট এবং স্ট্যাম্প বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ১৬,২২,৩৫৮.০০ টাকা সহ মোট ক্ষতি ৯৫,৪৭,১৮২ টাকা।**

বিবরণ ঃ

বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়ে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিআইডব্লিউটিসি'র দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদানকৃত নৌ-যানের লীজ গ্রহীতাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি পত্রের ৪নং হতে ১১ নং অনুচ্ছেদে (চুক্তি পত্রের ভিন্নতা অনুযায়ী) বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী চার্টার নৌযানের মেরিন হাল পলিসি দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ চার্টার গ্রহীতা কর্তৃক সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে বিআইডব্লিউটিসির নামে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে।

- চুক্তির শর্ত মোতাবেক চার্টার পার্টি কর্তৃক বীমা পলিসি করা হয়নি। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার নিমিত্ত বীমা পলিসি গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি অর্থাৎ চার্টার গ্রহীতাকে বীমা পলিসি বাবদ ৭৯,২৪,৮২৪ টাকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- বীমা পলিসি গ্রহণ না করায় ১৫% ভ্যাট ও স্ট্যাম্প বাবদ সরকারের ১৬,২২,৩৫৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ৭৯,২৪,৮২৪ টাকার মেরিন হাল পলিসি প্রিমিয়াম হতে বঞ্চিত হয়েছে। অপরদিকে সরকারের ১৫% ভ্যাট বাবদ ১১,৮৮,৩৫৮ টাকা এবং স্ট্যাম্প বাবদ ৪,৩৪,০০০ টাকা মোট ১৬,২২,৩৫৮ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- চার্টার গ্রহীতা নৌযানসমূহকে চার্টার গ্রহণ করার পর মেরামত ইঞ্জিন সংযোজন ও নৌযানের রেজিষ্ট্রেশন সার্ভে ইন্সুরেন্স করতে এক থেকে দেড় বৎসর সময় ব্যয় হয়। উক্ত সময়ে যেহেতু উক্ত নৌযান দ্বারা চার্টার গ্রহীতা কোন ব্যবসা করতে পারেনি সেহেতু নৌযানের মেরিন হাল পলিসিও গ্রহণ করেনি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী বীমা পলিসি সম্পাদন করা হয়নি। চুক্তির শর্ত লংঘন করে চার্টার গ্রহীতাকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ৮-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

# যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ - ৫।

**শিরোনাম ঃ নিটল বাসের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইজারাদার এর নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি ৫,০১,০৪০ টাকা।**

বিবরণ ঃ

বিআরটিসি, বাস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- ইজারাদার জনাব মোবারক ভূইয়া ৭-৮-০৬ খ্রিঃ তারিখে নিটল টাটা বাস নম্বর ০৪১২ ও ০৪২৪ নরসিংদী ডিপোতে হস্তান্তর করেন। ইজারাদার ইনভেন্টরী করে গাড়ী বুঝিয়ে না দেয়ায় পরবর্তীতে নরসিংদী ডিপো ইনচার্জ কর্তৃক ইনভেন্টরী করে বাস দুটির মেরামত ব্যয় বাবদ ৫,০১,০৪০ (২,০৪,০৮০+২,৯৬,৯৬০) টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা ইজারাদার এর কাছ থেকে আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

- উল্লেখ্য বাস বরাদ্দের আদেশ নং-১৪/অপাঃ/৩৮০/২০০২/৭৯৪ তারিখঃ ২৭-১২-২০০২ খ্রিঃ এর ৪ নং শর্ত মোতাবেক বাসের জ্বালানী খরচ, চালক ও অন্যান্য লোকবলসহ যাবতীয় মেরামত ব্যয় ইজারা গ্রহীতা বহন করার কথা।

- চুক্তির শর্তানুযায়ী ইজারাদারের নিকট হতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আদায় না করায় সংস্থার উল্লিখিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- স্থানীয় অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- ইজারাদার গাড়ী ২টি ডিপোতে বুঝিয়ে দেয়ার পরও চুক্তি মোতাবেক ইজারাদার এর কাছ থেকে টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ ও চুক্তির শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইজারাদার এর কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৬।

**শিরোনাম ঃ পেট্রোল পাম্প ইজারাদারগণের নিকট হতে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৫,৮৭,৮১২ টাকা।**

**বিবরণঃ**

বিআরটিসি, বাস বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- এসআর নং-১৭০/আইন/২০০০/২৬৯/মুসক মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন এর ধারা -৩ এর উপ ধারা-৫ এর (২) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (মূল্য সংযোজন কর) প্রজ্ঞাপন, ঢাকা ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ বাংলা, ৮ই জুন, ২০০০ খ্রিঃ মোতাবেক পেট্রোল পাম্প ইজারাদারগণের নিকট হতে মাসিক ভাড়ার উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা আদায়যোগ্য।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিপোতে সিএনজি কাম পেট্রোল পাম্প বরাদ্দ দেয়ায় ইজারাদারদের কাছ থেকে মাসিক ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের উল্লিখিত রাজস্ব আদায় হয়নি। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- স্থানীয় অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ম অনুসরণ না করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে ইজারাদারগণ অথবা দায়ী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে ভ্যাটের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৭।

**শিরোনাম ঃ ইজারার শর্তানুযায়ী বাসের দৈনিক রাজস্ব আদায় না করায় বিআরটিসি'র ক্ষতি ৪,২৫,২৫০ টাকা।**

বিবরণঃ

বিআরটিসি, বাস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লীজ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা/বরাদ্দপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিআরটিসির ২৫০তম পর্ষদ সভার আলোচ্য সূচী-৩ এর ক্রমিক নং-৬ অনুযায়ী টিসি ৫৬ আসনের বাস লীজে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর লীজ গ্রহীতাকে বাসের জন্য নির্ধারণকৃত দৈনিক দেয় রাজস্ব টাকা নিয়ন্ত্রণকারী ডিপোতে ধারাবাহিকভাবে অগ্রিম জমা করে বাস পরিচালনা করতে হবে। বাসের বরাদ্দাদেশ এর (ক) শর্তানুযায়ী লীজিকে ইজারার প্রথম হতে তৃতীয় বছর দৈনিক বাস প্রতি রাজস্ব বাবদ ১৭৫০ টাকা হারে নিয়ন্ত্রণকারী ডিপোতে ১৫ দিনের টাকা ধারাবাহিকভাবে অগ্রিম জমা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে লীজিগণ উল্লিখিত নীতিমালা ও শর্তানুযায়ী বাসের দৈনিক রাজস্ব ডিপোতে জমা প্রদান না করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ইজারার শর্তানুযায়ী বাসের রাজস্ব নিয়মিত আদায় করলে ভাড়ার অর্থ বকেয়া হতো না এবং এ ধরণের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হতো।
- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- কর্পোরেশনের আদেশ ও নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থতার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচেছদ - ৮।

**শিরোনাম ঃ টিসি বাসকে কভার্ড ভ্যানে রূপান্তর করে কম হারে ভাড়া দেয়ায় ক্ষতি ১৪,৭৯,৬০০ টাকা।**

বিবরণঃ

বিআরটিসি বাস ডিপো, জোয়ার সাহারা, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিআরটিসি স্মারক নং-১৪/অপা/৬২/২০০৩/২৫৭ তারিখ ৩০-৪-০৭ খ্রিঃ অনুযায়ী টিসি বাস নং-২৩৯০,২৪১৪,২৮৫৮ ও ২৮৫৯, প্রথম তিন বছরের জন্য দৈনিক ১৮৫০ টাকা ইজারা প্রদান না করে বাসকে কভার্ডভ্যানে রূপান্তর করে দৈনিক ৫০০ টাকা হারে ভাড়া প্রদান করায় উল্লিখিত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ছ' এ দেখানো হলো)।
- বিআরটিসি বাস ডিপো, জোয়ার সাহারা, ঢাকা এর নোটাংশ অনুঃ ১৫ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪টি টিসি বাসকে কভার্ডভ্যানে রূপান্তরের জন্য ২৩-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিআরটিএ বরাবর পত্র লেখা হয়। ২৬৪তম পর্ষদ সভার কার্যপত্র হতে দেখা যায় যে, বাসকে কভার্ডভ্যানে রূপান্তরের জন্য বিআরটির অনুমোদন পাওয়া যায়নি, যানবাহনের মডেল / চেসিস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আবশ্যক।
- বিআরটিএ এর অনুমোদন না পাওয়ায় বরাদ্দাদেশ বাতিল করতঃ ৩০৪ (১-১০-০৬ হতে ৩১-৭-২০০৭) দিন পরে ৪ টি কভার্ডভ্যানকে পুনরায় বাসে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে বাসকে কভার্ডভ্যানে রূপান্তরের কারণে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১৪,৭৯,৬০০{৩০৪ দিন -৩০ দিন(মাসিক ৩ দিন গ্রেস পিরিয়ড ব্যতীত) = ২৭৪ × ১৩৫০ × ৪ } টাকা।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- স্থানীয় অফিস হতে জানায় যে, প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-১৪/অপাঃ/৬৪৩/২০০৬/৩৪৮ তারিখ ১-১০-০৬ খ্রিঃ মোতাবেক চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে কভার্ডভ্যানে রূপান্তরের আদেশ দেয়া হয় এবং ভ্যান প্রতি দৈনিক ভাড়া ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিপোর করণীয় কিছু ছিল না।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- বিআরটিএ এর অনুমোদন ব্যতীত সচল বাসকে কভার্ডভ্যানে রূপান্তর করে কম হারে ভাড়া প্রদানে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- দায়ী ব্যক্তির কাছ থেকে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৯।

**শিরোনাম ঃ চুক্তিপত্রের শর্ত ও পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষয়ক্ষতির টাকা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ২,৫৩,২৫০ টাকা।**

**বিবরণঃ**

বিআরটিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কল্যাণপুর বাস ডিপো, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লীজ প্রদান সংক্রান্ত নথি, চুক্তিপত্র, ও যৌথ ইনভেন্টরী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে ,

- জনাব মোঃ মোখসেদ আলীকে গাড়ী নং-১১-২১৫৬(নতুন) ও ব-১১-১৯৯০(পুরাতন) ৩,০০,০০০ এবং ৫০,০০০ জামানত সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদী অর্থ্যাৎ ৫ বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়। লীজ চুক্তির ১৪নং শর্তানুযায়ী ও ২৫০ তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক লীজ গ্রহীতা চুক্তি মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গাড়ি ফেরত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে যৌথ ইনভেন্টরীর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা প্রদান সাপেক্ষে গাড়ী সংস্থার অনুকূলে ফেরত দিতে পারবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে ২টি গাড়ীর মধ্যে গাড়ী নং ব-১১-১৯৯৯ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ফেরত দেয়া হলে যৌথ ইনভেন্টরীর মাধ্যমে ২,৫৩,২৫০ টাকা ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা হলেও সংশ্লিষ্ট লীজ গ্রহীতার কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়নি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- লীজ চুক্তির শর্ত ও পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষয়ক্ষতির টাকা আদায় করা হয়নি।
- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট ইজারাদার অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

**শিরোনাম ঃ যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত টায়ার রিট্রেড ফ্যাক্টরীতে গেটকোর কাছ থেকে কম রয়্যালটি আদায় করায় সংস্থার ক্ষতি ৭,২৫,০০০ টাকা।**

বিবরণঃ

সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা জয়দেবপুর, গাজীপুর এর ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৭-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিআরটিসি ও গেটকো লিমিটেড (গ্রীনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্রাক্টরস কোম্পানী লিঃ) এর যৌথ উদ্যোগে টায়ার রিট্রেড প্লান্ট এবং ব্যাটারী কারখানা স্থাপনের জন্য ২৭-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- চুক্তির ১ ও ২ নং শর্তানুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে টায়ার ও ৩০০ দিনের মধ্যে ব্যাটারী উৎপাদন শুরু করতে হবে। চুক্তির ৮নং শর্তানুযায়ী উৎপাদিত প্রতিটি টায়ার ও ব্যাটারীর জন্য বিআরটিসিকে ১০০ টাকা হারে রয়্যালটি প্রদান করতে হবে। তবে এ রয়্যালটির পরিমাণ মাসিক ১.০০ লক্ষ টাকার কম হবে না।
- চুক্তি অনুযায়ী বিআরটিসি ২৪-১২-০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে টায়ার রিট্রেড কারখানা চালু করতে হবে এবং ঐ দিন হতে বিআরটিসি গেটকোর নিকট হতে মাসিক কম পক্ষে ১.০০ লক্ষ টাকা রয়্যালটি প্রাপ্য। এক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী সর্বনিম্ন প্রাপ্য ৯,০০,০০০ টাকার মধ্যে ১,৭৫,০০০ টাকা আদায় হয় । ফলে রয়্যালটি বাবদ ৭,২৫,০০০ টাকা কম আদায় করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “জ” এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- চুক্তি অনুযায়ী রয়্যালটি আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১১।

**শিরোনাম ঃ ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরগণ কর্তৃক দৈনিক সংগৃহীত রাজস্ব জমা না করায় এবং ইজারাদার কর্তৃক বাস ভাড়া প্রদান না করায় সংস্থার ক্ষতি ৩৪,০১,৪১০ টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

বিআরটিসি, বাস ডিপো, বরিশাল এর ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৫-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রাজস্ব জমা সংক্রান্ত বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন রুটে পরিচালিত বিআরটিসি যাত্রীবাহী বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর রাজস্ব বা ভাড়া আদায়পূর্বক ট্রীপ শেষে নির্ধারিত রাজস্ব জমা করার কথা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিশিষ্টে উল্লিখিত ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরগণ রাজস্ব জমা না করায় (৭,১৫,৪৬০ + ৭,৪৯,৭০০) = ১৪,৬৫,১৬০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঝ-১" এ দেখানো হলো)।

- বিআরটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার পত্র নং-১০/প্রঃসাঃ/৬/২০০০-২১৩১/১(৩০) তারিখ ৯-৮-২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক ডিপো এর কন্ডাক্টর/চালকদের নিকট পাওনা রাজস্ব জমা দেয়ার সময়সীমা আগস্ট/০৪ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চালক/কন্ডাক্টর রাজস্বের সম্পূর্ণ টাকা জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ইউনিট প্রধানকে আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু পরিশিষ্টে উল্লিখিত ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরগণ কর্তৃক উক্ত অর্থ জমা করা হয়নি।

- লীজ চুক্তিপত্রের ৩নং ধারা অনুযায়ী ইজারাদার কর্তৃক ১৫ দিনের টাকা (রাজস্ব) নিয়ন্ত্রণকারী ডিপোতে ধারাবাহিকভাবে জমা করার কথা থাকলেও জমা করা হয়নি। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ১৯,৩৬,২৫০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঝ-২" এ দেখানো হলো)।

- ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরগণ ট্রীপ শেষে নির্ধারিত রাজস্ব জমা না করায় ১৪,৬৫,১৬০ টাকা এবং লীজ চুক্তিপত্রের ৩নং ধারা অনুযায়ী ইজারাদার কর্তৃক ১৫ দিনের টাকা (রাজস্ব) নিয়ন্ত্রণকারী ডিপোতে জমা করার কথা থাকলেও ১৯,৩৬,২৫০ টাকা জমা করা হয়নি। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে মোট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (১৪,৬৫,১৬০+১৯,৩৬,২৫০)= ৩৪,০১,৪১০ টাকা।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের সার্কুলার/আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না এবং নিবিড় তদারকির অভাবে উক্ত রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে।

- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-০৭-০৬ খ্রিঃ তারিখে এবং ০১-০৭-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০-০৮-০৬ খ্রিঃ তারিখে এবং ১৫-০৮-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- অনাদায়ী রাজস্ব জরুরি ভিত্তিতে আদায় এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১২ ।

**শিরোনাম ঃ বাসের ইজারা মূল্যের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭,৮৪,৫৩৭ টাকা ।**

**বিবরণঃ**

বিআরটিসি বাস ডিপো, রংপুর এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১২-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাসের ইজারা চুক্তিপত্র, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, আদায় নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর স্মারক নং-২০২/ছাপাখানা/মূসক/বাস্তঃ বাস্তঃ সেবাঃ ও আরঃ/৯৬ তারিখ ৮/৯৯ খ্রিঃ এর নির্দেশ মোতাবেক ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনের নির্দেশ রয়েছে।
- বাসের ইজারা মূল্যের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৭,৮৪,৫৩৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঞ" এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব**

- প্রধান কার্যালয়ের ইজারা মূল্যের উপর ভ্যাট কর্তনের নির্দেশ না থাকায় ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- ভ্যাট সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনার প্রয়োজন নেই।
- উক্ত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৭-০৬-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-০৭-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২০-০৮-০৮ খ্রি তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০ই জুন ২০০৪ এর প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৭৩- আইন/২০০৪/৪১৯ মূসক অনুযায়ী ইজারা মূল্যের উপর কোন ভ্যাট প্রযোজ্য নয়। এসআরও নং ১৭৩- আইন/২০০৪/৪১৯ এ মূলতঃ কোন্ কোন্ সেবা প্রদানকারী ভ্যাট প্রদান করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসআরও নং ৩৭২ এর মাধ্যমে ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট কর্তনের নির্দেশ রয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করায় সরকারি অনাদায়ী রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষারিত
**এ কে এম জসীম উদ্দিন**
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৯/১০-৩৪৯২কম/এ-৭০০ বই-২০১০।